দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 NOV 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

শিক্ষাঙ্গনে

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষা

১৯৮১ সালে যারা এইচএসসি পাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছে তারা এখনো অনার্স পরীক্ষা দিতে পারেনি। অবশ্য এটা বিশেষ করে বিজ্ঞান অনুষদের ছাত্র-ছাত্রীদের বেলাতেই দেখা যাচ্ছে। অথচ, কলা বিভাগের অনেকেই এই একই ব্যাচের মাস্টার ডিগ্রীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে। তিন বছরের অনার্সের কোর্স ৫ বছরেও যদি শেষ না হয় তাহলে আর ক'বছরে শেষ হবে? এ দিকে প্রত্যেক বছরই একটা করে ব্যাচ এইচএসসি, পাস করে বের হচ্ছে এদেরকেও তো জায়গা দিতে হবে।

এ দিকে ইউনিভার্সিটি গ্রান্ট কমিশনের এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে যে, ১৯৮১-৮২ সনের অনার্সের ছাত্রদের পরীক্ষা ৮৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু এটাও মনে হয় সম্ভব হচ্ছে না। কারণ অনার্সের ছাত্রদের কোর্স এখনও যা বাকী তা শেষ করে মার্চে পরীক্ষা নেয়া সম্ভব হবে না। অথচ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ যদি এই ছাত্র-ছাত্রীদের আর ঝুলিয়ে না রেখে তাদের কোর্স কমিয়ে মার্চেই পরীক্ষা নিয়ে নেন তাহলে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কিন্তু এ ব্যাপারে আমি একজন অভিভাবক হিসাবে মহামান্য চ্যান্সেলরের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মহামান্য চ্যান্সেলরই এ ব্যাপারে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েদের এই দুর্ভোগ থেকে রক্ষা করতে পারেন। কেননা, আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গণে যুগ-যুগ ধরে যে অনিয়ম চলে আসছে সেটা ভাংতে কেউই এগিয়ে আসবে না। শিক্ষকরাও না, ছাত্ররাও না। অথচ, মার্চে পরীক্ষা শুরু করলেও পরীক্ষা শেষ হতে হতে এবং রেজাল্ট বের হতে হতে '৮৭ সালের পুরোটাই চলে যাবে। এরপর বছরের শেষের দিকে হয়তো মাস্টার ডিগ্রীতে ভর্তি হতে পারবে। সুতরাং এখনই পরীক্ষা না হলে আরো একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে। এভাবে ছেলে-মেয়েদের পড়াশুনা চলতে থাকলে তাদের জীবনের অর্ধেকটা সময়ই চলে যাবে পড়াশুনার মধ্যে। এ ব্যাপারে এখুনি সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত।

—কাজী গোলাম সামদানী

সিলেবাস প্রসঙ্গ

আমি বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১৯৮৭ সালের একজন ফাজিল (বিজ্ঞান) পরীক্ষার্থী। নির্বাচনী পরীক্ষার মাত্র ক'দিন বাকী এবং চূড়ান্ত পরীক্ষারও মাত্র ক'মাস বাকী। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আরবী সাহিত্যের সিলেবাস আজও ছাত্ররা সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। কারণ মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃক সিলেবাসে দেয়া আছে "আল মোনতাখাবুল আরাবিয়া"র প্রথম ৭টি গল্প। কিন্তু প্রশন হলো— উক্ত বইটির সূচীপত্রের প্রথম ৭টি গল্প, না ফাজিল সাধারণ বিভাগের মধ্য হতে প্রথম ৭টি গল্প? এ নিয়ে ছাত্ররা নানা সংশয় পোষণ করছে। এমনকি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম হচ্ছেন না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আরবী সাহিত্য বইটি মাত্র ক'মাস আগে বাজারে বের হয়েছে। ১০০ নম্বরের এই বইটি পড়ানো আজও সম্ভব হয়নি। একদিকে সিলেবাসের হেরফের, অনিশ্চয়তা, অপরদিকে পড়াশুনার সময়ের স্বল্পতা। তা হলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, ছাত্ররা কি করে ভাল পরীক্ষা দিবে? আশানুরূপ নম্বর পাবে? তাই মাদ্রাসা বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন, ফাজিল বিজ্ঞান বিভাগের আরবী সাহিত্যের সিলেবাস চূড়ান্ত করে এ ব্যাপারে ছাত্র সমাজের সংশয় দূর করতে উৎসাহিত হবেন।

—ফুয়াদ মুহাম্মদ নিজাম